গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫২২.১১৬.০৬.১৫. ১৪০

তারিখ: ০৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২ / ১৭মে ২০১৫

বিষয়: মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে কতিপয় অনুসরণীয় বিষয়।

জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা জনপ্রশাসনের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য পূরণে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত মোবাইল কোর্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সালের ৫৯ নম্বর আইন)-এর তফসিলভুক্ত কোন আইনের অপরাধ ঘটনাস্থলে তাৎক্ষণিকভাবে আমলে গ্রহণ করে দণ্ড আরোপের সীমিত ক্ষমতা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রদান করা হয়েছে। এ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং বিভিন্ন সামাজিক অপরাধ নিয়ন্ত্রণে বিশেষভাবে ভেজালবিরোধী অভিযান, মাদক সংক্রান্ত অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও পরিবেশ রক্ষায় মোবাইল কোর্টের সাফল্য জনমনে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে মোবাইল কোর্ট বিষয়ক কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ করা হয়। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যক্রম আইনসম্মত, দক্ষতাসম্পন্ন, নির্ভুল, জনবান্ধব এবং প্রয়োগসিদ্ধ করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে নিয়মিতভাবে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কোন কোন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে কাঙ্খিত মনোযোগ ও দক্ষতার পরিচয় দেন না। এ জন্য মোবাইল কোর্ট কার্যক্রমকে আরও প্রয়োগসিদ্ধ এবং নির্ভুল করার লক্ষ্যে নিম্নোল্লিখিত বিষয়সমূহ যথাযথভাবে অনুসরণের জন্য অনুরোধ করা হল:

(১) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা প্রদানের পূর্বে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দিতে হবে;

(২) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোবাইল কোর্ট পরিচালনার পূর্বে সংশ্লিষ্ট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা পদ্ধতি সম্পর্কে ব্রিফিং প্রদান এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনা শেষে অভিজ্ঞতা বিনিময় করবেন;

(৩) মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এবং উক্ত আইনের তফসিলভুক্ত আইনসমূহ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে সংশ্লিষ্ট আইনের কপি সঙ্গে রাখা যেতে পারে;

(৪) মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য এবং তাঁর সম্মুখে সংঘটিত বা উদ্‌ঘাটিত অপরাধের অভিযোগ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলেই আমলে গ্রহণ করতে হবে এবং বিচার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;

(৫) আদেশনামায় (Order sheet) মোবাইল কোর্ট পরিচালনার তারিখ এবং অপরাধ সংঘটনের তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ করতে হবে। ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তি কী অপরাধ করা অবস্থায় ধৃত হয়েছেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আদেশনামায় থাকতে হবে;

(৬) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে সংঘটিত বা উদ্‌ঘাটিত হয়নি এমন অভিযোগে কোন ব্যক্তিকে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট কোন সংস্থা কর্তৃক বিচারার্থে উপস্থিত করা হলেও উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্টের আওতায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না। তাছাড়া, অপরাধ সংঘটনের সময় অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে কোন অভিযোগ আমলে নেওয়া এবং দণ্ডাদেশ প্রদান করা যাবে না;

(৭) অপরাধ আমলে নেওয়ার পর আসামির বিরুদ্ধে সংক্ষিপ্ত অভিযোগ (নির্দিষ্ট আইনের নির্দিষ্ট ধারায়) গঠন করতে হবে। গঠিত অভিযোগ আসামিকে পাঠ ও ব্যাখা করে শুনাতে হবে এবং গঠিত অভিযোগ আসামি স্বীকার করবেন কিনা জানতে চাইতে হবে। দোষ স্বীকার না করলে কেন স্বীকার করেন না তার বিস্তারিত ব্যাখা জানতে চাইতে হবে;